

রবীন্দ্র জয়ন্তি উপলক্ষে বিশ্বকবির কবিতা
”আহ্বান কানাডার প্রতি”
সোনা কান্তি বড়ুয়া

কানাডা থেকে ইন্টারনেটে বিগত সপ্তাহ থেকে আজ পর্যন্ত খালেদা - হাসিনার নাটক সদৃশ নানা এপিসড বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে ছবি সহ সংবাদ পাঠ করতে করতে টরন্টোর রবীন্দ্র জয়ন্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র চর্চার কথা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনেতা নন। তাঁর কথায় “প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই। আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিয় আন্দোলনের বাইরে!” ক্যাসেটে ধারণকৃত কবির নিজের কণ্ঠে তৎকালিন কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং সেন্টার থেকে যে কবিতা প্রচারিত হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১লা এপ্রিল ১৯৩৯ সালের লেখা “আহ্বান কানাডার প্রতি” শীর্ষক কবিতা শুনে আমরা পুলকিত। “বিশ্বজুড়ে ক্ষুদ্র ইতিহাস / অন্ধবেগে ঝঞ্জাবায়ু হুঙ্কারিয়া আসে / ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া / ধর্ম আজি সংশয়েতে নত / যুগযুগের তাপসদের সাধন ধন যত / দানবপদ লেহনে হাল গুঁড়ো / তোমরা এসো, তরুণ জাতি বসে / মুক্তিরণ ঘোষণা বানী জাগাও বীর রবে / তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু / রক্তে রাঙা ভাঙন ধরা পথে / দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে / পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু / ত্রাসের পদাঘাতের তাড়ণায় / অসম্মান নিয়োনা শিরে, ভুলোনা আপনার / মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে রচিয়া গৃহাবাস / বাঁচাতে নিজ প্রাণ / বলীর পদে দুর্বলারে করো না বলিদান।”

গত বছর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবি ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা লগ্নে নিউ কলেজ থেকে রবার্ট লাইব্রেরীতে যাবার পথে দেখেছি শীতের মেটে জ্যোৎস্না রাতে হাওয়ায় ম্যাপেল গাছের ডালের নাচন। সাড়া জাগালো সব গাছের ডালে ডালে, হিমেল হাওয়ায় শনশনাতিতে আহ্বান এল, ঝরিয়ে দাও, ফসলের জীর্ণ পাতা ঝরিয়ে দাও! মনে হল, রবী ঠাকুর শান্তি নিকেতনের ফাল্গুন নিয়ে এসেছেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সমারোহে, বর্ণে, গন্ধে। অধ্যাপিকা ক্যাথেলিন ও. কনেল, কানাডাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন ও নীলাদ্রী চাকীর পরিবারের বিশেষ অবদান ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনায়। শান্তি নিকেতনের পৌষমেলায় প্রতিচ্ছবি ছিল এই প্রদর্শনীতে। গুণীজনদের অনেকে এসে উপভোগ করেছেন বাঙালী সংস্কৃতির বটবৃক্ষ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সংগীত ও চিত্রকলা। আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছি কালচার বা সংস্কৃতি অর্থে তিনি বোঝাতেন শিল্পের, সাহিত্যের ভব্যতার ভদ্রতার নিরন্ত ন পরিশীলন। রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল ঋষির মতো। তিনি মনে করতেন, কোন সাহিত্যকে বাণিজ্যিক পন্যে পরিণত করাটা ভালো রুচির পরিচায়ক নয়। তাছাড়া তিনি ছিলেন নর-নারায়নের গবেষণায় উৎসাহী। তাঁর গবেষণার ফল দেখিয়ে বিশ্বকে ধাঁধিয়ে দিতে চাননি।

জনৈক বাঙালী কবি লিখেছেন, “ বিশ্বমানব হরি যদি শাস্ত্রত বাঙালী হও / সম্পূর্ণ বাঙালী হও।” আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হয়েও বিশ্বমানব। তিনি একই যুগস্রষ্টা এবং তার সৃষ্টিকর্ম নিয়েই আলোচ্য অনুষ্ঠানমালার মনস্বিতাদীপ্ত আলোচনা সভা ও চিত্রপ্রদর্শনী। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সট বইয়ের নাম “ফিলোজফি অব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।” উক্ত গ্রন্থে মানসী, পূরবী ও অন্ত্যপর্বের ‘প্রান্তিক

থেকে জন্মদিন’ পর্যন্ত কাব্যগুলিকে কেন্দ্রে রেখে অর্ন্তগত কবি চরিত্রকে নিজস্ব এক দৃষ্টিকোন থেকে উন্মোচনের সূত্রে এসে পড়েছে অন্যান্য কবি দার্শনিক এমন কি বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তার তুলনাও! এসে পড়েছে সমকাল ও উত্তরকালের কবিদের উপর প্রসারিত রবিচ্ছায়ার কথা, পরিবর্তিত বিশ্বে তাকে অতিক্রমের প্রয়াসের কথাও । রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী পড়ে ইংরেজ কবি ইয়েটস মুগ্ধ হয়েছিলেন তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী অনুবাদ । এক শতাব্দীর ও বেশ কিছু আগে যে যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, আজ বেঁচে থাকলে তিনি জানতে পারতেন তার গান এখন ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত । তাঁর গান আজও বেশী জনপ্রিয় হচ্ছে । দেশে বিদেশে বরফ বা বৃষ্টির দিনে জানালার ধারে বসে এখনো বহু পাঠক পাঠিকা তাঁর কবিতা পড়ে , ভালোলাগার গভীরতায় তাদের চোখে জল আসে । তাই তো কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, “ বিশ্বকবির সভায় মোরা তোমায় করি গর্ব / বাঙালী আজি গানের রাজা বাংলা নাহি খর্ব ।” আমাদের আশা একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বিশ্ববাসী আলোকিত হয়ে উঠুক রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, কাব্যে, নাটকে, চিত্রশিল্পে ও দর্শনে ।

লেখক সোনা কান্তি বড়ুয়া কথাশিল্পী, সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও খ্যাতিমান বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ।